স্মৃতি চারণ

(১ম পল্লব)

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী

[ভিক্ষা-পাঁচ সিকা]

প্রকাশক ঃ

শ্রীহৃষীকেশ মৈত্র

৪৬, হিন্দুস্থান পার্ক

কলিকাতা-৭০০০২৯

ফোন ঃ ৪৬-২৩৫০

॥ প্রাপ্তি স্থান ॥

১। শ্রীমীরা মিত্র। ১৭৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪

২। হৃষীকেশ মৈত্র। ৪৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-৭০০০২৯

৩। শ্রীবিশ্বনাথ বসু। বিবেকানন্দ রোড, বকুলতলা, বাবুগঞ্জ, হুগলী-৭১২১০৩

৪। শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী। "শ্রীগুরু-কুঞ্জ", শিবতলা রোড, হুগলী-৭১২১০৩

৫। শ্রীভবানী প্রসাদ ঘোষ। বড়বাজার, বর্দ্ধমান-৭১৩১০১

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

সমর্পণ।

যাঁহার অমৃত বাণী ও লীলা কাহিনী বলিতে এবং স্মরণ মনন করিতে গেলে পাতকীর প্রাণেও পুলক—সঞ্চার ও অন্তরে আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সময়ের সীমা থাকে না, রোগ শোকের চিন্তা দূরে চলিয়া যায়, যাঁহার কৃপাকটাক্ষে মাদৃশ মূর্খোহপি পণ্ডিতায়তে,—আমাদের জন্ম জন্মান্তরের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সর্ববিপদের ত্রাতা, জনমমরণ কি সাথী দয়াল গুরু কল্পতরু "শিবকল্প" সেই রাজার রাজা, সাধুর রাজা অনন্তশ্রী—স্বামী মাধবানন্দ গিরিজী মহারাজের প্রীত্যর্থে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণের শ্রীকর—কমলে পরম শ্রদ্ধার সহিত গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা করিয়া এই "স্মৃতি চারণ" পুস্তিকা নির্মাল্য—স্বরূপ সমর্পণ করিলাম।

১২ মাঘ, ১৩৮৩
ইং ২৬/১/১৯৭৭, হুগলী।
শ্রীশ্রীবাবা মুক্তিনাথের ঊনত্রিংশৎ
বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস।

বিনীত—
আচার্য্য শক্তি কুমার শাস্ত্রী

ওঁ

জয় গুরু

মুখবন্ধ

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

—ঃ—

শিবকল্প অনন্তশ্রী—গুরু বাবার সঙ্গে প্রায় ৩৪ বৎসরের স্মৃতি-দ্বার তাঁরই ইচ্ছায় উদ্‌ঘাটিত হ'ল। বহু ভক্তদের ইচ্ছায় ও প্রভুর প্রেরণায় তাঁর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে কলম ধরেছি। যা লেখাবেন তাই সকলে পাঠ ক'রে আনন্দ পাবেন। যাঁর ইচ্ছা না হ'লে গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না, আজ তাঁর ইচ্ছা হ'য়েছে—কতিপয় ভক্তের অন্তরে—তাঁর অমৃত জীবনের অমৃত লীলা, যা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি ও শ্রীমুখে শুনেছি, তারই কিছু তাঁর সন্তানদের কল্যাণ ও আনন্দার্থ লিখছি। কিন্তু তাঁর মহিমা কি ব'লে শেষ করা যায়—

"লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

এ লেখার জন্য সর্বপ্রথম উৎসাহ দেন, শ্রীশ্রীবাবার প্রিয় ভক্ত, আমার অগ্রজতুল্য বন্ধুবর সৎসঙ্গী শ্রীযুক্ত প্রাণ কৃষ্ণ মল্লিক (হুগলী শিবতলার "গোপালদা"), তারপর কুমারী প্রভা বসু

(ঝুপিদি)। তারপর, অনেকেই এ বিষয় তাঁদের সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমাদের ইচ্ছায় তো কাজ হবে না। কারণ "স্বেচ্ছায়া কুরুতে জীবো বাঞ্ছা—কোটি শতানি চ। কৃষ্ণেচ্ছা বিরহেণৈব একাপি তু ন সিধ্যতি॥"—তাই, এতদিন দেখছিলাম শ্রীচরণে অর্পিত ফুল আশীর্বাদরূপে পড়ে কিনা।" "নিজেরে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে। তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার জীবন মাঝে॥" জীবনের সায়াহ্নে পোঁছেছি। তাই যাবার আগে সন্ধ্যা-বন্দনা ক'রে যাই। এতে যদি কিছু বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত প্রভু যেন ক্ষমা করেন—ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!"

মূর্খকে পণ্ডিত ক'রেছিলে, তোমার "ডান হাত" ব'লেছিলে, "শাস্ত্রী" উপাধি দিয়ে আশীর্বাদ ক'রেছিলে, আশ্রমের "আচার্য্য" ক'রে চিরদিন আপন পাশে বসিয়ে ছিলে।—"তবু তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে?" "আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া। আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু—দাওগো দেখায়ে বুঝায়ে॥"

"শাস্ত্র ব'লেছেন—

তৎকথনং তৎশ্রবণমন্যোহন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥

কুন্তী দেবী ঠাকুরকে ব'লেছিলেন—

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতংজনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্য-চিরেণ তাবকং
ভব-প্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥"

আরও ব'লেছেন—"সা বাক্ ~~যা চ~~ গুণান্ গৃণীতে।"
বাণী গুণানু—কথনে শ্রাবণৌ কথায়াম্।"

"যেষাং শ্রীকৃষ্ণ-লীলাললিত পদকথাসু
আদরো নৈব কর্ণঃ।
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ কথয়তি নিতরাং
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥"

এই ভরসায় বলি—"কইতে কথা পারব য'দিন
তোমারি কথা কইব গো॥"

গুরু-কৃপাসিদ্ধ শ্রীশ্রীবাবার বিশেষ প্রিয়, নিত্য ধাম প্রাপ্ত বৈষ্ণব কবিরঞ্জন শ্রীপাদ বিশ্বরূপ গোস্বামীর ভাষায় বলি—

"চকোর যেমতি চাহে চাঁদের অমিয়া গো
চাতক সে নব ঘন পানি।
এ "বিশ্বরূপ" চাহে তেমতি গোরারস
তছু নাম গুণ খানি॥"

এই পুস্তিকা প্রণয়ন কার্য্যে শ্রীযুক্ত তুষ্টু চরণ লাহাদা সমস্ত কাগজ দিয়া সহায়তা ক'রেছেন। সর্বশ্রী হৃষীকেশ মৈত্র, সুধাংশু কুমার বসাক, ডাঃ মনোমোহন চ্যাটার্জি, ভবানী প্রসাদ ঘোষ, অজিত কুমার পাঁজা ও বর্দ্ধমানের ৩/৪ জন গুরু ভাই, কুমারী প্রভা বসু (ঝুপি দি), সুধা মিত্র, দ্বিজেন মুখার্জি, এবং আর যাঁরা অর্থ দ্বারা মুদ্রণ কার্য্যের সহায়তা ক'রেছেন, সকলের নিকট কৃতজ্ঞ আমি। শ্রীযুক্ত সমর মিত্রের সহায়তা ব্যতীত এত শীঘ্র এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁদের সকলের গুরু-ভক্তি, দীর্ঘজীবন, শান্তি ও সুখের জন্য প্রার্থনা ও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। "সর্বেষাং কুশলমস্তু।"

জয় গুরু। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

বিনীত—
শক্তি কুমার চক্রবর্ত্তী (শাস্ত্রী)

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

বদ্রীনারায়নের বাস ষ্ট্যাণ্ডে বিরাট
হিমালয় পাহাড়ের সম্মুখে শ্বেতবস্ত্র
পরিহিত বেদান্তের বিরাট পাহাড়
—পাশে কমণ্ডুলু হাতে লেখক।

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

ওঁ

তৎ-সৎ

পরম পূজ্যপাদ করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীবাবার জীবনের আশ্চর্য কিছু ঘটনা বা করুণার প্রকাশ তাঁর ভক্তদের তৃপ্তির জন্যে না জানালে তাঁর প্রবন্ধে রসহীনতা ও অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় মনে হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাতে হ'ল। বোধ হয়, এ তাঁর ইচ্ছা।

পাশ্চাত্যদেশের মহাকবি সেক্স্‌পীয়র লিখেছিলেন, "There are more things in heaven and earth Horatio than are dreamt of in your philosophy", এ কথা খুব সত্য। কেউ মানুক বা নাই মানুক সত্য চিরদিনই সত্য। যা অনুমান নয়, গল্প কথা নয়, যা প্রত্যক্ষ তা জানালে অনেকের উপকার হয়।

পূর্বে মূলপ্রবন্ধে উল্লিখিত হ'য়েছে হুগলী মহেশতলার ৺বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবার অতি পুরাতন অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর কৃপা হ'লে অসম্ভব ও সম্ভব হয়। কিন্তু বিজয়দা ৬/৭ বার মৃত্যু মুখ থেকে গুরু-কৃপায় অবিশ্বাস্যভাবে ফিরে এসেছিলেন অশেষ করুণাসিন্ধু সমর্থবান্ গুরু ব'লেছিলেন—"তোমার দুই নাতি যতদিন না মানুষ হ'চ্ছে, ততদিন আমি তোমাকে ধরে আছি—যমের সাধ্য নেই তোমাকে নিয়ে যায়। একবারের ঘটনা

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

ওঁ

তৎ-সৎ

পরম পূজ্যপাদ করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীবাবার জীবনের আশ্চর্য কিছু ঘটনা বা করুণার প্রকাশ তাঁর ভক্তদের তৃপ্তির জন্যে না জানালে তাঁর প্রবন্ধে রসহীনতা ও অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় মনে হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাতে হ'ল। বোধ হয়, এ তাঁর ইচ্ছা।

পাশ্চাত্যদেশের মহাকবি সেক্স্‌পীয়র লিখেছিলেন, "There are more things in heaven and earth Horatio than are dreamt of in your philosophy", এ কথা খুব সত্য। কেউ মানুক বা নাই মানুক সত্য চিরদিনই সত্য। যা অনুমান নয়, গল্প কথা নয়, যা প্রত্যক্ষ তা জানালে অনেকের উপকার হয়।

পূর্বে মূলপ্রবন্ধে উল্লিখিত হ'য়েছে হুগলী মহেশতলার ৺বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবার অতি পুরাতন অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর কৃপা হ'লে অসম্ভব ও সম্ভব হয়। কিন্তু বিজয়দা ৬/৭ বার মৃত্যু মুখ থেকে গুরু-কৃপায় অবিশ্বাস্যভাবে ফিরে এসেছিলেন অশেষ করুণাসিন্ধু সমর্থবান্‌ গুরু ব'লেছিলেন—"তোমার দুই নাতি যতদিন না মানুষ হ'চ্ছে, ততদিন আমি তোমাকে ধরে আছি—যমের সাধ্য নেই তোমাকে নিয়ে যায়। একবারের ঘটনা

উল্লেখ ক'চ্ছি। তাঁর মুখ দিয়ে এক সময় খুব রক্ত ওঠে। তাঁর এক মামা শ্বশুর ডাক্তার ছিলেন। তিনি টি. বি. (রাজযক্ষ্মা) মনে করে চিকিৎসা করেন। কিন্তু যখন আর কিছুই করবার ছিল না, তখন তাঁকে ক'ল্‌কাতার হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার অমল রায়-চৌধুরীর অধীনে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। মুখ দিয়ে সরা সরা অনবরত রক্ত উঠ্‌ছে। দু'একদিনের মধ্যে রুগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হ'ল। ডাক্তার রায়চৌধুরী পরীক্ষান্তে জানালেন রোগীর মৃত্যু হয়ে'ছে, তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। তখন বিজয়দার মামাশ্বশুর বিজয়দার স্ত্রীকে রোগীর কাছে রেখে চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজদার স্ত্রী দেখলেন বিজয়দার ঠোঁট্‌ ঈষৎ ন'ড়্‌ছে, কি যেন বলতে চাইছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর মুখের কাছে কাণ পেতে শুনলেন, তিনি খুব ধীরে ধীরে তাঁকে ওঠাতে ব'ল্‌ছেন। রোগীকে একটু তুলে ঠেসান দেওয়ার মত ক'রে তিনি শুইয়ে দিলেন। তখন রোগী ক্রমে ক্রমে কি যেন বলছেন। ঠিক এই সময়ে দূর থেকে ডাক্তার রায়চৌধুরী ঐ রকম অবস্থা দেখেই ছুটে এলেন এবং বিশেষ পরীক্ষান্তে দেখলেন রোগী জীবিত আছে। তাঁর কাছে ব'সে তাঁকে একটু সুস্থ দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করায় বিজয়দা বল্লেন—"আমার শ্রীগুরুদেব ও নাগা বাবা এসেছিলেন।" এই নাগা বাবা তখন শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে এদেশে আসতেন। তখন তাঁর বয়স ১০৫ ও তিনি শ্রীশ্রীবাবার শিষ্য ছিলেন। তিনি

বিজয়দাকে স্নেহ ভরে "বিজ্ বাহাদুর" বলতেন। বিজয়দা ব'ল্ছেন—"নাগা বাবা আমাকে ব'ললেন—"এ বিজ্ বাহাদুর উঠ্, উঠ্,। বাবা খাড়া হ্যায়, তুম কাহে শোয়া হ্যায়! উঠ্, উঠ্।" তখন বিজয়দা তাকিয়ে দেখেন বাবা সত্যই তাঁর পাশে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর তিনি তাঁর বিভূতির ঝুলি থেকে একটু বিভূতি নিয়ে বিজয়দার মুখে, বুকে ও কপালে লাগিয়ে দুটি তুড়ি দিয়ে নাগা বাবাকে নিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তার সাহেব ও অন্যান্য অনেকে দেখলেন—বিজয়দার কপালে তখনও বিভূতি মাখান র'য়েছে!—আরও পরে ডাক্তার সাহেব তাঁকে কিছুটা সুস্থ দেখে জিজ্ঞেস করেন তিনি কখনও কোন যৌগিক ক্রিয়া ক'রেছিলেন কিনা। তাতে বিজয়দা বলেন "হ্যাঁ"! ঐ ক্রিয়া যখন ক'র্ত্তায়, আমার শরীরে একটা অদ্ভুত শক্তি ও জ্যোতি বোধ হোত। একদিন রাত্রে আসন ক'রে যখন ক্রিয়া ক'চ্ছি, হঠাৎ ছেলের ঘুম ভাঙ্গার চীৎকারে আমার মাথার ভিতর যেন কি রকম হ'য়ে গেল ও আমি যন্ত্রণায় অজ্ঞান মত হ'য়ে প'ড়লাম। তার পর থেকে এই রক্ত মাঝে মাঝে বেরোয়। সকলেই টি. বি. হ'য়েছে ব'লে চিকিৎসা করায়।" ডাক্তার সব বুঝলেন এবং তখনকার উপযোগী যা ব্যবস্থা তিনি ক'র্লেন। এমন সময় ডাক্তার মামা শ্বশুর এসে ঐ সব দেখে শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। কিন্তু ডাঃ রায়চৌধুরী তাঁকে তিরস্কার ক'রে ব'ল্লেন—"আপনি T.B'র চিকিৎসা ক'রে case খারাপ ক'রে ফেলেছেন। তাই ওঁর মৃত্যু হ'য়েছিল।

ওঁর মহা গুরু বল ! তাই ওঁর শ্রীগুরুদেব স্বয়ং এসে ওঁ জীবন দান ক'রে গেলেন ! ধন্য গুরু ! ধন্য তাঁর কৃপা আর ধন্য তাঁর শিষ্য বিজয় দাদা !

২। ৺বিজয়দার একমাত্র পুত্র তখনকার ই. বি. রেলের সৈয়দপুর অফিসে চাকুরী করে। সেখানে তার বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। এখান থেকে বিজয়দা তার পেয়ে সেখানে গেলেন। শ্মশানে মৃত পুত্রের মস্তকের কাছে একটি তুলসী গাছ দেখে জিজ্ঞাসা করায় পুত্রের অফিসের সহকর্ম্মীরা ব'ললেন, একজন সন্ন্যাসী এসে ওটি রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই সন্ন্যাসীকে দূরে চ'লে যেতে দেখলেন। তাঁর পশ্চাৎ দেখে ঠিক তাঁর শ্রীগুরুদেবের মত মনে হ'ল। সেই রকম জামা, পায়ে খড়ম, কিন্তু দেখতে দেখতেই তিনি কোন্ দিকে চলে গেলেন। ওখানে পুত্রের শেষ কার্য্যের পর এখানে গঙ্গায় তার অস্থি দেবার জন্য ফিরে এলেন। সেই রাত্রে তিনি তাঁর গুরুদেবকে স্বপ্ন দেখলেন —তাঁর পুত্র তাঁর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে আর তিনি বিজয়দাকে সান্ত্বনা দিয়ে ব'লছেন "ওরে, ও তো আমার কাছেই আছে ! তোর ভাবনা কি !" একমাত্র পুত্রকে হারিয়েও বিজয়দা কোন দিন শোকাচ্ছন্ন বা বিষাদগ্রস্ত হন নি। তিনি স্বভাবতই সদানন্দ ছিলেন। তাই দেখে পরবর্ত্তী সময়ে কোন ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞেস করেন "বাবা ! রাজা দশরথ পুত্রের বনগমন শুনেই গতায়ুঃ হ'লেন, কিন্তু বিজয়দা কি ক'রে এত হাসি তামাসা ক'রে বেড়াচ্ছেন ?" উত্তরে তিনি বল্লেন,—ওরে! দশরথের গুরু কৃপা ছিল না ! বিজয়ের

গুরু সহায় ও গুরু কৃপা যথেষ্ট আছে।" বিজয়দার মত ভাগ্যবান্ কম দেখা যায়। তাঁর যখন শেষ অবস্থা, তখন বাবা বলেন "এতদিন ধরে রেখেছিলাম, নাতিরা বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে এখন আর রাখতে পারব না।" তার পরেই বিজয়দার দেহত্যাগ হ'ল। বাবা তখন হুগলী আশ্রমে ছিলেন। বহু লোক বিজয়দার শবদেহ শোকযাত্রা সহ বাবার ইচ্ছানুযায়ী আশ্রমে নিয়ে আসেন। ফটকের ভিতর তাঁকে রাখা হ'লে—আমাকে বাবা কমণ্ডলু ও ফুল নিয়ে সঙ্গে যেতে বললেন। পরে বিজয়দার দেহে ছিটিয়ে দিলেন ও ফুল ছড়িয়ে দিলেন। আমি ও দিলাম। কোন দিন কোন শিষ্যভক্ত তাঁর এখানে থাকাকালীন মরেনি। তিনি চলে যাবার পর অনেক ঘটনা ঘ'টেছে। এই একটি মাত্র ঘটনা যেখানে তার ব্যতিক্রম দেখেছি। তাঁর শ্রাদ্ধের সময় আমাকে নিয়ে স্বয়ং শ্রাদ্ধবাসরে উপনীত হ'য়ে নিজে শ্রোতা হ'য়ে মৃতের কল্যাণার্থে আমাকে দিয়ে গীতা পাঠ করালেন। ধন্য গুরু! ধন্য শিষ্য!

২। উত্তর কলিকাতায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে বাবার প্রিয় শিষ্য ডাক্তার ৺সনৎ কুমার ঘোষের (ফিল্মল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ Music Director (৺নচিকেতা ঘোষের পিতা) স্ত্রী একদিন মধ্যাহ্নে হুগলী আসেন। তখন শ্রীশ্রীবাবা ৺মোহর সিংহের বাড়ীতে ছিলেন। বেলা ৩টা নাগাদ বাবার ভোগ শেষ হ'লে মায়েরা প্রসাদ পাচ্ছেন এমন সময় বাবা আমাকে ডেকে ইঙ্গিতে বললেন "এখনি ক'লকাতায় যেতে হবে, বাড়ী গিয়ে জামা

কাপড় বদলে শীঘ্র চ'লে এস।" বিজয়দাদার উপরও ঐ রকম আদেশ হ'য়েছে। কেন, কি কারণ কিছুই জানি না। কিছু পরে সনৎ দাদার স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে বাবা নীচে মোটরে চাপলেন। সঙ্গে বিজয়দা, আমি ও সনৎদার স্ত্রী। সনৎদা তখন জীবিত। গাড়ীতে কেবল বাবাকে ইঙ্গিতে বলতে শুনলাম "মা এসেছেন, তাই যাচ্ছি। ডাক্তার এলে যেতাম না। খাওয়ার পর আমি কখন কোথাও বেরোই না।" আমি কিছুই বুঝলাম না। শেষে সনৎদার বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামলে সনৎদার স্ত্রী বাবাকে নামতে বল'লে, তিনি জানালেন—তিনি এখন শচীনের বাড়ী যাচ্ছেন, ওখান থেকে স্নান সেরে রাত্রে আসবেন।" তারপর আমাকে ও বিজয়দাকে নিয়ে মোহন লাল মিত্র ষ্ট্রীটে ঘড়িওলা বাড়ীর ঠিক উত্তর দিকের বাড়ীতে পোঁছলেন। ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত, E. N. T. Specialist, R. G. Kar হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। তিনি ও বাবার শিষ্য ছিলেন। সেখানে গিয়ে বিজয়দার কাছ থেকে জানলাম সনৎদার এক ছেলের খুব অসুখ, তাই বাবাকে দেখাবার জন্য এনেছেন। কিছু পরে বাবা আমাদের দুজনকে ডেকে তাঁর বিভূতির ঝুলি থেকে আলাদা ক'রে দুটি পুরিয়ায় বিভূতি দিয়ে সনৎদার ছেলের কপালে, বুকে ও মুখে মন্ত্র প'ড়ে লাগিয়ে দিতে ব'ললেন। আর তিনি রাত্রে স্নান করে আসবেন জানালেন। আমরা দুজনে সনৎদার বাড়ী গিয়ে পূর্বদিকের ঘরে উঠে দেখলাম মায়েরা সব র'য়েছেন, আর একটি ছেলে ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, "তোমার কি

হ'য়েছে? কি কষ্ট হ'চ্ছে?" সে তার বুকে কষ্ট হ'চ্ছে জানাল। আমি ব'ল্লাম—"কোন ভয় নাই, বাবা এসেছেন, ভাল হ'য়ে যাবে।" তারপর, বিজয়দা ও আমি বাবার নির্দেশমত ছেলেটির কপালে ও বুকে মন্ত্র প'ড়ে বিভূতি লাগিয়ে দিয়ে শচীনদার বাসায় ফিরলাম। যথা সময়ে বাবা স্নানাদি সেরে আমাদের দু'জনকে ও শচীনদাকে নিয়ে সনৎদার বাড়ীতে এলেন ও নীচে সনৎদাকে দেখে শীঘ্র রোগী দেখা সেরে উপরে আসতে ব'ললেন। বাবা ঘরে ঢোক্‌বার পূর্বে দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সনৎদা উপরে এসে ঘর থেকে সকলকে বাইরে চলে যেতে ব'ললেন। সবাই বাইরে গেলে সনৎদাকে বাবা রোগী দেখতে বললেন। সনৎদা ব'ললেন—"বাবা, কলকাতায় কোন ডাক্তার বাকী নাই। কি দেখবো!" Stethes-cope দিয়ে দেখে ব'ললেন—"কিছু করবার নাই।" তখন শচীনদাকে দেখতে ব'ললেন। শচীনদাকে পুনঃ পুনঃ বলাতে তিনিও দেখে ব'ললেন—"যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ হতে পারে।" তখন তিনি নিজে ছেলেটির নাড়ী দেখলেন ও পরে বিভূতির ঝুলি থেকে বিভূতি নিয়ে তার বুকে ও কপালে মাখিয়ে দিয়ে ব'ললেন "ভয় কি! ভাল হ'য়ে যাবে।" ছেলেকে সামনে বসে দুধ খাওয়ালেন ও পাৎলা জামা গায়ে দিতে ব'লে উঠলেন। ফেরবার সময় আবার দরজার সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটির দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাঁর মাথাটি ঠিক বাঁশী

বাজালে সাপ যেমন ধীরে ধীরে মাথা দোলায় ঠিক সেই রকম দুলতে লাগল। তারপর, খুব ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন ও যাবার সময় সনৎদাকে একটি আঙ্গুল দেখিয়ে কি ইঙ্গিত ক'র্লেন ও রোগী দেখা হ'লে রাত্রে শচীনদার বাড়ীতে যেন চ'লে আসেন বল্লেন। বাবার সাথে বিজয়দা, আমি ও শচীনদা শচীনদার বাড়ীতে পৌঁছে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। তখন আমি বাবার ঐ "একটা" "একটা" এই ইঙ্গিত বারবার দেখে কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা ক'র্লাম। তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে জানালেন—রাত্রি ১টার সময় রোগীর প্রাণ চ'লে যাবে। তখনকার report যেন ঠিক্ ঠিক্ তাঁকে জানান হয়। আমি শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। যাই হোক্ রাত্রে ছাদে যথারীতি ধর্মসভা বা দরবার ব'সল। সনৎদা ও যথা সময়ে এলেন। রাত্রি ১১টা বাজলে বাবা সনৎদাকে বাড়ী যেতে ব'ললেন ও পুনরায় তাঁকে একটি আঙ্গুল দেখিয়ে রাত্রি ১টার report যেন ঠিক ঠিক তাঁর কাছে পৌঁছয় এই কথা জানালেন। রাত্রি ১২টা বাজলে সভা ভঙ্গ হ'ল। বাবা, আমি ও বিজয়দা নীচে ঘরে এসে ব'সলাম। অন্যান্য সকলে বাড়ী গেলেন। সকলেই চুপ করে ব'সে আছি। তারপর সেই দারুণ সময় রাত একটা—মোহনলাল মিত্রের বড় ঘড়িতে ঢং ক'রে পাড়া কাঁপিয়ে আওয়াজ হ'ল। আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে নচিকেতার এক ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসতেই বাবা প্রথমেই ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস ক'র্লেন—

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

"একটার খবর কি ?" তখন সে ব'ল্‌ল "বাবা ! একটা বাজবার কিছু পূর্ব থেকেই ভাই খুব ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগল ও আর ব'সতে পারল না। শুয়ে প'ড়ল ।" বাবা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—"কোন্‌ দিকে শু'ল ?"—সে ব'লল "বাঁদিক্‌ চেপে।" অথচ বাঁ দিকে সে কোন দিন শুতে পারত না। যাই হোক্‌—তার পর ঘটনা সে ব'লতে লাগল। সনৎদা ছেলের নাড়ী ও বুক পরীক্ষা ক'রে দে'খে বললেন—"সবাই ঘর থেকে বাইরে যাও। শেষ হয়ে গেছে। "তখন ঠিক একটা বাজল। সনৎদার স্ত্রী ঠাকুর ঘরে চ'লে গেলেন। ঘরে সনৎদা ও দু এক জন ছিলেন। সব চুপ। কিছুক্ষণ পরে সনৎদা কি যেন কাণ পেতে শুন্‌তে লাগলেন। তারপর ছেলের বুক ও নাড়ী পরীক্ষা কর্ত্তে লাগলেন। এইবার যেন ধীরে ধীরে তার নাকের আওয়াজ শোনা গেল। সেই আওয়াজ ক্রমশঃ বাড়্‌তে লাগল। তখন সনৎদা ভাল করে পরীক্ষা ক'রে "জয় গুরু!" ব'লে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ব'ল্‌লেন—"Life ফিরে এসেছে।"—সকলে ছুটে এল। তখন ছেলে খুব নাক ডাকছে—যাকে বলে "Sound Sleep". তারপর বাবাকে খবর দিতে নচিকেতার পরের ভাই শচীনদার বাড়ী পোঁছায়। বাবা ও আমরা সকলে যেন, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ঘটনার বর্ণনা শু'নছি। বাবার চোখে ধারা বইছে ও উপর দিকে দুই হাত তুলে কার উদ্দেশে প্রণাম ক'চ্ছেন আর আর নিজেকে দেখিয়ে কেবল ব'লছেন "আমি কিছুই জানি না। ছেলেটিকে ব'ললেন সকালে একটী 'রাখী' (রাখী বন্ধনের সময়

যা হাতে পরে) যেন নিয়ে আসে। পরদিন সকাল হ'তে না হ'তে সনৎদার স্ত্রী ও তাঁর ঐ ছেলেটী ছুটতে ছুটতে এসে বাবার পায়ে গড়াগড়ি দিতে ও কাঁদ্‌তে লাগলেন। মুখে তাঁর একটী মাত্র কথা—"বাবা! আপনার কৃপায় ছেলে আমার পুনর্জীবন পেয়েছে।"—বাবা ও কাঁদেন—আর ইঙ্গিতে উপর দিকে হাত তুলে জানান "প্রভু ক'রেছেন, আমি কিছুই জানি না"। বার বার উভয়ের এই ভাব দর্শন ও শ্রবণ ক'লাম। সঙ্গে ছেলেটী যে 'রাখী' এনেছিল, তা দিয়ে গেল। বাবা তাকে ভস্ম করিয়ে মধু দিয়ে রোগীকে খেতে দিলেন। বেলা ৮টার পর বাবা বিজয়দা ও আমাকে পুনরায় রোগীকে দেখে আসতে ব'ললেন। গিয়ে দেখলাম আগের দিন যেমন ব'সেছিল, সেই রকমই ব'সে আছে। আমাদের দে'খে প্রণাম ক'লে। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লাম "কেমন আছ?" সে ব'লল—"খুব ভাল আছি। রাত্রে খুব ঘুমিয়েছি" আমি ব'ললাম—"ব'লেছিলাম তো বাবা এসে গেছেন ভয় কি! ভাল হয়ে যাবে।"—জয় গুরু!—সেই দিনই আমরা হুগলী ফিরে এলাম। চোখের সামনে যে ঘটনা দেখেছি, তাকে কি বলা যায়? "অলৌকিক না লৌকিক!" তাই Shakespear এর কথা প্রথমেই ব'লেছি—"There are more things etc. ভারতের মহাপুরুষদের দ্বারাই ইহা সম্ভব! আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে এরকম বিজ্ঞান জন্মায়নি, যে মৃতকে বিনা ঔষধে বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে পুনর্জীবন দিতে পারে! একটা কথা—এইপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রী বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম "আমার

জীবন-প্রদীপের তেল দিয়ে ওর জীবন ফিরে এল। তবে ও থাকবেনা, ওর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে গেছে। কিছু দিন পরে চ'লে যাবে।" সত্যই তাই হ'ল। বাবা এদেশ থেকে চ'লে যাবার পর সে ছেলে মারা গেল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাস পণ্ডিতের এক মাত্র মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করণ, মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বিধবার মৃত পুত্রকে হিমালয়ে জীবন দান ও শ্রীশ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজির তাঁর ভক্ত জনৈক রাজার মৃত পুত্রকে পুনর্জীবন দান সম্বন্ধে প'ড়েছি। আমার কন্যা ও operation tableএ ৮৷১০ মিনিট কাল জীবন চ'লে যাওয়ার পরও তাঁর বিভূতি ও বিল্বপত্রের প্রভাবে-ও অলক্ষ্য থেকে তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ~~সে~~ অত্যাশ্চর্য্যভাবে জীবন লাভ করে।

ধন্য গুরু! ধন্য তাঁদের কৃপা। ধন্য ভারতের সিদ্ধ মহাত্মগণ!

৪। কলিকাতা শ্যামবাজার মোহন লাল মিত্রের ষ্ট্রীটের উপরতলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটে ডাক্তার শচীন সেনগুপ্ত, E. N. T. Specialist থাকতেন। তাঁর তিনখানি ঘরের মাঝের ঘরখানিতে শ্রীশ্রীবাবার খাট ও বিছানা থাকত ও ঐ ঘর পূজার জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। বাবা ক'লকাতায় এলে তখন শচীনদা'র বাসায় উঠতেন। একবার বাবা পশ্চিমে চ'লে গেলে পর খবর হয় উক্ত ঘরের মেঝেতে বাবার পায়ের ছাপ প'ড়েছে। অনেকেই তা দেখে আসেন। সেই স্থানটি ঘেরাও ক'রে রাখা হ'য়েছিল ও নিত্য ধূপ ধূনা, ফুল চন্দন সেখানে দেওয়া হ'ত। অনেক চেষ্টা ক'রেও

সে দাগ ওঠান যায়নি। পরে বাবা পুনরায় এদেশে এলে তাঁকে শচীনদার বাসায় নিয়ে আসা হ'লে তিনি যেখানে পায়ের ছাপ প'ড়েছিল, সেখানের সমস্ত ফুল পত্র সরিয়ে খুব ক'রে মুছে দিতে ব'ল্লেন। তাতেও কিন্তু সে দাগ উঠে যায়নি। তখন বাবা সেই ছাপের উপর পা দিয়ে দাঁড়ালেন এবং ঠিক তাঁর পায়ের মাপের সঙ্গে পাথরের উপর পায়ের ছাপ মিলে গেল। তখন বাবা ঐ স্থানটিকে ঘেরাও ক'রে পবিত্রভাবে রাখতে বলেন। বহু ভক্ত তা' দেখে এসেছেন। অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস জাগাবার জন্য তাঁর এই লীলা। এরকম ঘটনা আরও দু এক জায়গায় দেখেছি।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবার দেহান্তের পর একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ :—

৫। হাওড়া রামরাজাতলার নিকটে তুষ্টু লাহা বাস ক'র্ত্তেন! তিনি ও তাঁর সম্বন্ধী বরাহনগরের অমিয় কুমার আওন্—সপরিবারে শ্রীশ্রীবাবার মন্ত্র শিষ্য। বছর কয়েক ধ'রে তুষ্টুদা ক'লকাতার শ্যামবাজারের কাছে বাস ক'র্চ্ছেন। তাঁরা শ্যালা ভগ্নীপতি উভয়ে মিলে শ্রীশ্রীবাবার কোন্নগর আশ্রমে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীশ্রী ৺নাগেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। একদিন মধ্যাহ্নে তুষ্টুদা যখন ভোজন ক'চ্ছিলেন, তখন তাঁর বাসার দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে তাঁর স্ত্রী আন্না মা দরজা খুলে দেখেন এক বৃদ্ধ সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁকে একখানি চেয়ারে বসিয়ে কিছু মিষ্টি দোকান থেকে আনাতে লোক

পাঠান। কিন্তু সেইদিন সমস্ত মিষ্টান্নের দোকান বন্ধ থাকায় তিনি মুস্কিলে পড়েন। তখন সাধু বাবা কিছু বাতাসা চেয়ে নিয়ে জল খেয়ে তাঁদের কল্যাণ হবে এই আশীর্ব্বাদ ক'রে নীচে নেমে গেলেন। আদ্যা মা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তুষ্টুদাকে বল্লেন—"সাধুকে দেখতে ঠিক বাবার মত, কেবল ঠোঁটটা একটু বাঁকা।"—ধন্য ভক্ত ও ধন্য প্রভুর কৃপা! "তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে?" এ ঘটনা তাঁর দেহান্তের পর হয়।

৬। লক্ষ্ণৌএ যখন বাবা এসে গণেশগঞ্জ মহল্লার "মাল বাবুর বাড়ীতে থাকতেন তখনকার এক ঘটনা মনে পড়ে। দিনের বেলায় কোন পণ্ডিত এসে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে অনেক বক্তৃতা করেন। সেই দিন রাত্রে দরবারে সেই পণ্ডিত পুনরায় এলে শ্রীশ্রীবাবা আমাকে শ্রুতির বাণী "অস্তীত্যেবো—পলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবো-পলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি লিখে হিন্দীতে ব্যাখ্যা ক'র্ত্তে দেন। ব্যাখ্যার মাঝে বাবা উত্তেজিত ভাবে যেন তাঁর গদির আসন চাপড়ে ইঙ্গিতে জানালেন—"আছেন, আছেন, এই খানেই আছেন।" তার পর সভা ভঙ্গ হলে সংলগ্ন কক্ষে তিনি যাবার পূর্ব্বে মাল বাবুর স্ত্রী বাবার বিছানা ঠিক ক'র্ত্তে গিয়ে দেখেন সাদা চাদরের উপর ছোট ছেলের দু'খানি ধূলি মাখা পায়ের ছাপ। সেই দেখে তিনি চীৎকার ক'র্ত্তে লাগলেন। অথচ অত ছোট ছেলে তাঁর বাড়ীতে কেহই ছিল না। তিনি তাঁর অপরাধ হ'য়েছে ব'লে

কাঁদতে লাগলেন। তখন আমি ও বাবা ঘরে ঢুকছি। সব দেখলাম। বাবা নিঃশব্দে খাটের একদিকে ব'সলেন। কিছুক্ষণ পরে সে ছোট ছোট পায়ের দাগ দুটী আপনি আপনি কোথায় মিলিয়ে গেল। মহাজন ব'লেছেন—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" মালবাবুর স্ত্রী ঠিক যশোদা মায়ের মত বাবাকে সেবা ক'র্ত্তেন। তাই বালগোপালের চরণের ছাপ তাঁর গৃহে প'ড়ল। জয় জয় ভক্তের জয়! জয় জয় ভগবানের জয়!"

৭। আর একদিন শীত কালে লক্ষ্ণৌএ মালবাবুর বাড়ীতে বাবার দরবারের শেষে রাত্রি ১টার পর বাবার ছোট শোবার ঘরটীতে ঢুক্‌তেই বাবা আমাকে তাঁর খাটে ব'সতে ব'ললেন। তখন ঘরের কোণে একটী তোলা উনানে কড়ায় ঘী কল্ কল্ ক'চ্ছে ও হুগলীর ৺মোহর দাদার স্ত্রী অনেক গুলি লুচির "নেচি" ও বেলুন চাকি নিয়ে ব'সে আছেন। বাবা খানিক পরে মোহর গিন্নীকে একখানি "নেচি" দিতে ব'ল্লেন। সেইটী নিয়ে তিনি হাতের চেটোয় কিছুক্ষণ থাব্‌ড়ে লুচির মত হলে কড়ায় ছাড়তে ব'ল্লেন। কড়ায় পড়ে সেটী বেশ ফুলে উঠলে বাবা হাত বাড়িয়ে সেটী চেয়ে নিলেন ও আমাকে ডেকে হাতে দিয়ে খেতে ব'ল্লেন। আমি সেটী মুখে দিয়ে দেখি সেটী লুচি নয়, কচুরী। তখনি বাবাকে ব'ল্লাম "কচুরী কি করে হ'ল?" বাবা আশ্চর্য্য হ'য়ে যেন ব'লছেন "কি আশ্চর্য্য! কচুরী কি রে?" আমি ব'ল্লাম "খাচ্ছি তো কচুরী। দিলেন লুচি হ'ল কচুরী!"

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

মোহরদার স্ত্রী ও দেখে অবাক্, আর বাবা যেন কিছুই জানেনা, বোঝেন না, এইভাব দেখালেন। একেই বলে অলৌকিক বা Miracle. ঈশ্বর কোটী মহাপুরুষ—তাঁরা কিনা পারেন—ঈশ্বরত্বের সংজ্ঞাইতো হ'ল "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং শক্তোতীশ্বরঃ।"

৮। শ্রীশ্রীবাবা লক্ষ্ণৌএ গণেশগঞ্জ থেকে পরে মক্‌বুলগঞ্জে গোপিনী মার (বটুর মা) বাড়ীতে এসে থাকতেন। একবার তিনি আসার পর আমি তার পেয়ে লক্ষ্ণৌ রওনা হ'চ্ছি। একা যাচ্ছি, শরীর খুব খারাপ, মনের জোরে যাচ্ছি ভীষণ Low pressure। মন ব'ল্‌ছে তাঁর চরণে প্রণাম কর্লেই সব ভাল হ'য়ে যাবে। এই বিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে গাড়ীতে চেপেছি। একটী পাঞ্জাবী শিখের ছেলে জানালার দিকে তার বসবার জায়গায় আমাকে ব'সতে দিয়েছে। আমার সিট্ কাছেই আছে। গরম কাল। ছেলেটীর দয়ায় জানলার ধারে ব'সে ব'সে কিছুক্ষণ পরে খুব কষ্ট হ'তে লাগল ও মনে হয় কিছুক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম। পরদিন সকালে লক্ষ্ণৌএ পৌঁছে বাবার দর্শনে গোপিনীমার বাড়ী গেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন গত রাত্রে আমি গাড়ীতে কিরূপ ছিলাম। তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলাম বাবা তাঁদের কাছে ব'সে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বেশ কথা বার্ত্তা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে হঠাৎ গম্ভীর ও মৌন হ'য়ে গেলেন। কেউ কিছুই বুঝতে পার্লনা। প্রায় আধঘণ্টা ঐরকম অবস্থায় থাকার পর বাবা স্নানের জন্য উঠ্‌লেন। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই ছিলেন।

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

তাঁরা ব'ললেন তাঁদের মনে হ'য়েছিল শক্তিদা ট্রেনে আসছেন, তাঁর শরীর খুব খারাপ, "কিছু হয় নি তো" তখন আমি ঐ সময়ে আমার অবস্থা যা হয়েছিল তা তাদেরকে বলি। তখন বাবা কথা বলতেন।

ঐদিনই বৈকালে রিক্সা করে বাবার সঙ্গে ঘোষদা নামে তাঁর এক শিষ্যকে দেখতে গেলাম। তিনি Thrombosisএ ভুগছেন, কথা ক'ন না। সেখানে গিয়ে বাবা একখানি কাগজে একটী শ্লোক লিখে আমাকে ব্যাখ্যা ক'র্ত্তে দিলেন। আমি বললাম— "বাবা ডাক্তার আমাকে খুব কম কথা বল্‌তে বলেছেন, আমার খুব **Low Pressure** হ'য়েছে।" তবু ও তাঁর ইচ্ছায় ব্যাখ্যা ক'র্ত্তে হ'ল। পরে ফিরে গিয়ে রাত্রে সেই দ্‌রবার আবার সুরু হ'ল ও প্রসাদ পেয়ে রাত্রি ১২টার পর বাবার ধর্ম্মশালায় (অর্থাৎ কিছুদূরে সান্যালদার বাড়ীতে) শুতে গেলাম। সারারাত্রি জেগে কাটালাম। আধঘণ্টা অন্তর উঠ্‌ছি ও বাইরে যাচ্ছি। শরীরের ভিতর কি যে কষ্ট হ'চ্ছে, বলতে পারিনা। সারারাত ঘড়ির শব্দ শুনেছি! রাত্রে আমার সঙ্গে ভূপেন শ্রীবাস্তব এসেছিল। ভোরে তাকে যেতে দেখে ব'ললাম সে যেন বাবাকে আমার রাত্রের অবস্থা জানিয়ে বাড়ী যায়। তখন আমি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর শুনেছিলাম ডাক্তার এসে নিঃশব্দে দেখে চ'লে গেছেন ও ঘুমের যাতে বিঘ্ন না হয় নীচে সান্যালদাকে তাই ব'লে গেছেন। বেলা ৯টা নাগাদ দুজনকে দিয়ে বাবা অনেক আপেল পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরে আবার দুজনকে এক

AJOY BRAHMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

এক শিশি জবাকুসুম তেল দিয়ে পেটে মলিদা করবার জন্য—ব'লে পাঠিয়েছেন। বেলায় ৪।৫ জনকে পুনরায় পাঠিয়ে রিক্স করে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। তারপর একজনকে ইঙ্গিতে এক বোতল সিরাপ্ আনতে বলেন। সে দিন সব দোকান বন্ধ ছিল। একটী মশলার দোকানে আশ্চর্য্য ভাবে এক বোতল আনারসের সিরাপ পাওয়া যায়,—বাবা কি সিরাপ আনতে হবে তা বলে দেন নি। বাবাকে দেখালে বাবা ওই সিরাপই নিয়ে এক গ্লাস জল দিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে অন্নপ্রসাদ পেয়ে বোতলটি নিয়ে ধর্ম্মশালায় ফিরে গেলাম, তাঁর আদেশ তাঁর কাছে চলে আসবার সময় এক গ্লাস, খেয়ে আসবো আবার ফিরে গিয়ে এক গ্লাস খাব। এই তাঁর ঔষধ। দশদিন মাত্র ছিলাম। হুগলী ফেরার সময় কোথায় আমার **Low Pressure.** সব ভাল হ'য়ে গেল। তিনি কেবল ব'ললেন—"তুই যা! আমি যাবার সময় **Surup** এর বড় বোতল নিয়ে যাব।

৯। লক্ষৌ এ বটুর মা'র বাড়ীতে একদিন রাত্রি দেড়টা নাগাদ দরবার শেষ হ'ল শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে প্রসাদ পাচ্ছি, হঠাৎ তিনি বল্লেন "সনৎ কেমন আছে? তার ক'রে এখনি খবর নাও।" উত্তরে আমি বললাম "বাবা তার অফিস এখান থেকে বহু দূর। আর এত রাত্রে ক'লকাতায় তার বাড়ীতে তার যদি পৌঁছায়, তা হ'লেও জবাব তো সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। যদি বলেন তো কাল সকালে টেলিফোন যোগে খবর

ক'র্লে উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে।" তাতেই তিনি তাই ক'র্ত্তে বল্লেন। সনৎদার যে কোন অসুখ ক'রেছে তা আমরা জানতাম না। সকালে আমি যে বাড়ীতে থাকতাম অর্থাৎ "বাবার ধর্ম্মশালায়" মানে সান্যালদার বাড়ীতে, তার তুটো বাড়ীর পরের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল। সে বাড়ীতে যানা থাকতেন তাঁরা সনৎদার বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সনৎদাই ফোন ধরেছেন। তাঁকে প্রশ্ন ক'র্লাম—"আমি শক্তি কথা ব'লছি—কাল রাত্রে কেমন ছিলেন?" উত্তরে ব'ললেন—"লক্ষ্ণৌ থেকে ব'লছেন, বাবা জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছেন বুঝি?" আমি ব'ললাম, "হ্যাঁ"। তখন তিনি ব'ল্লেন—"রাত্রে হঠাৎ এমন অবস্থা হ'ল, আমি কথা ব'লতে পাচ্ছিনা। সেই সময় আমার স্ত্রীকে ঔষধের কথা ব'ললাম, কিন্তু যে ওষুধটার দরকার—সেটার নামও বলতে পাচ্ছি না। এদিকে অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠছে—দেখে আমার স্ত্রী ছেলেদের ডাক্তার আনতে পাঠাল যে ওষুধটী দরকার, সেইটীই বার ক'রে দেখাল সেইটী দিতে ব'ললাম সেটী খাবার পর সুস্থ হ'লাম। খুব কষ্টকর অবস্থা গেছে! এখন ভাল আছি। বাবাকে দণ্ডবৎ দেবেন, জয় গুরু। কোথায় লক্ষ্ণৌ, কোথায় কলিকাতা!

১০। আর একবার ডাক্তার সনৎদার মৃত্যুর পর লক্ষ্ণৌ গেছি। তখনও তাঁর মৃত্যুর খবর কাউকে বলিনি। পরে বাবাকে সে কথা জানালে তিনি বললেন—"আমি জানি ঐ ঝুলিটার মধ্যে চিঠিখানা আছে। দেখলাম সনৎদার, তাই চিঠিটা আর ফেলিনি!"

কি ক'রে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁরাই জানেন।

১১। কলিকাতা ভবানীপুরের—শ্রীযুক্ত অনাথ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি—বহুবাজারের "Chatterjee Furniture কোম্পানীর মালিক ছিলেন, তাঁর জশিডির বাড়ীরে একবার গ্রীষ্মকালে আমারা বাবার সঙ্গে এখান থেকে অনেকগুলি গেছলাম। সঙ্গে মাএরাও ২।৪ জন ছিলেন। তার মধ্যে গায়ত্রীর মা; যাঁকে বাবাই "বড়মা" বলেন, তাঁকেও বাবা সঙ্গে নিয়ে গেছলেন। তিনি হঠাৎ ভীষণ বমি ও পায়খানা ক'র্তে ক'র্তে কি রকম হ'য়ে গেলেন। তিনি বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাত্রিকাল বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর বাবা সকালে যা ব'ল্লেন—তা হ'চ্ছে এই—

তিনি দক্ষিন দিকের জানলার দিকে তাফিয়ে বাবা বৈদ্যনাথের উদ্দেশে ব'লছেন—"তোমার কাছে ওকে আমি নিয়ে এসেছি। এখন যদি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারি তাহ'লে কলঙ্ক কি আমারি হবে? তোমার কিছু হবে না?" দেখো অকলঙ্ক নামে যেন কলঙ্ক না হয়। দেখতে দেখতে বাঘাম্বর, ত্রিশূল হস্তে বাবা বৈদ্যনাথ জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন ও আওয়াজ ক'রে দীর্ঘ "ফুঁ" দিয়ে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন। পরদিন সকাল থেকে গায়ত্রী মা সুস্থ ভাবে চলাফেরা কর্ত্তে লাগলেন।

এ সব কাহিনী নয়, গল্প নয়, প্রত্যক্ষ ঘটনা! সাধারণের যা বোধগম্য নয়, তা'কেই আমরা দৈব বা অলৌকিক ব'লে থাকি।

১২। শ্রীযুক্ত মুকুল রায় সিটী জজ্ ছিলেন। ক'লকাতায়

হরিশ মুখার্জি রোডে বাড়ী। শ্রীশ্রীবাবার "ওয়ান্ নম্বর দেয়" মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে সব গুরু-ভাই-ভগ্নীদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁর পাশের বাড়ীর নীচেকার ঘরে শ্রীশ্রীবাবার থাকবার জন্য তিনি ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। বিবাহাদি শেষ হ'লে বাবার ঘরে বাবার ও আমার খাবার দিয়ে পাঠালেন। আহারান্তে আমি-বালিগঞ্জ পণ্ডিতিয়া রোডের শ্রীযুক্ত নির্মলেশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবার অনুমতি নিয়ে তাঁর বাড়ীতে বিশ্রামার্থ গেলাম। বাবার আদেশ সকাল হ'লেই চ'লে আসতে হবে ও তাঁর সঙ্গে পার্ক সার্কাসের কাছে তাঁর প্রিয় শিষ্য সুধাংশু বসাকের বাড়ী চা খেতে যেতে হবে। নির্মলেশ্বরদা বৈদ্যনাথধামের শ্রীশ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য ও বাবার একান্ত ভক্ত। সে রাত্রে আমার ঘুম হ'ল না। সারারাত খুব খারাপ পায়খানা হ'ল। সকালে বাবার কাছে গিয়ে সব বলাতে সেখানে পি. জি. হাসপাতালের খ্যাতনামা চিকিৎসক বেলতলা নিবাসী ডাক্তার সনৎ সরকার ব'সেছিলেন। তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্র দিলেন। তারপর, বসাকদা এলে তাঁর গাড়ীতে বাবা, গায়ত্রী মা, আমি ও বসাকদা রওনা হ'লাম। পথে কতকগুলি ডাব কেনা হ'ল। যাবার সময়ে আমার ভীষণ গা বমি করতে লাগল। বসাকদা'র বাড়ী পৌঁছেই ছুটে আমি উপর তলায় গিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকেই খুব বমি ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। সকলে তখন এসে গেছেন। আমাকে তুলে সর্বাঙ্গ পরিষ্কার ও

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়ে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেলেন। বাবার প্রিয় শিষ্য ডাঃ মনোমোহন চ্যাটার্জি (বকু) ও তাঁর কন্যা ডাঃ সিপ্রা (রাণী) উভয়ে ঔষধ ও কপালে যেখানে কেটে রক্ত পড়ছিল সেখানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীবাবার মধ্যাহ্ন ভোগের পর বিশ্রামান্তে তিনি ওখান থেকে গায়ত্রী মাকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে কোন্নগর আশ্রমে গেলেন এবং যাবার আগে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে ওইখানে থাকতে ব'লে গেলেন ও আবার আসবেন এই কথা জানালেন। রাত্রে আমার পাশের ঘরে বসাকদার ছেলে তরুণ ও তার স্ত্রী থাকে। তারা উভয়ে আমাকে জানালেন রাত্রে দরকার হ'লে তাঁদের না ডেকে, নিজে যেন উঠে বাইরে না যাই; পাশের ঘরেই তাঁরা আছেন, দরজা খোলা থাকবে। তরুণের মা, বাবা তিন তলায় থাকেন। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করায় কোন্নগর আশ্রমে যাবার জন্য তাগাদা দিলে তরুণ তার গাড়ী ঠিক ক'রে উপরে আসতে কোন্নগর থেকে টেলিফোনে বাবার খবর এল যেন আমাকে এখনি নিয়ে আসে। তরুণ জবাবে জানাল পূর্ব্বেই তাঁরা বেরোবার জন্য তৈরী হ'য়েছেন। গাড়ী নিয়ে তরুণ আমাকে কোন্নগর আশ্রমে বাবার কাছে পোঁছে দিল। তারপর, তাদের বাড়ীতে রাত্রে যা ঘটনা হ'য়েছিল তা ব'ললে, শুনলাম। এখানে কোন্নগরে বাবার ঘরেও যা হ'য়েছিল, গায়ত্রীমার মুখে তাও শুনলাম। ব্যাপার হ'চ্ছে—রাত্রে তরুণের স্ত্রী হঠাৎ উঠে প'ড়ে তরুণকে ডেকে তুলে বলে "বাবা

এসেছেন! খড়মের আওয়াজ পেয়েছি, শক্তিদার ঘরে গেছেন।" তারা উভয়ে আমার ঘরে এসে কাউকেই দেখতে পেল না। কিন্তু ঘরটী ফুলের গন্ধে আমোদিত হ'য়ে আছে। আর আমি কোন্ রাজ্যে! তখন কে জানে ওদিকে ঠিক ঐ সময়ে কোন্নগরে গায়ত্রী মা বাবাকে ব'লছেন "এখন কোথায় যাবেন? এখন অনেক রাত! শুয়ে থাকুন!" বাবা কেবল তাঁকে বল্লেন—"আমি একটু ঘুরে আসছি, তুই ঘুমো।" গায়ত্রীমার শঙ্কা এই রাত্রে যদি বাবা মোটরে বেরোন, তা হ'লে তাঁরও ঘুমের দফা গয়া। বারবার ঐরকম কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে বাবা বল্লেন—"ওরে! কাল শক্তিকুমারের কি হ'য়েছিল দেখিস্ নি! তার খুব খারাপ অবস্থা ছিল। আমি এখুনি একবার তাকে দেখে আসছি। তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমো।" তখন গায়ত্রী সব বুঝলেন ও ঘুমুতে লাগলেন। বাবাও যথাপূর্বম্ নিদ্রিত হ'লেন। একই সময়ে কোন্নগর ও ক'লকাতায় এই ঘটনা ঘটল। কেউ দেখল না, কেউ জানল না। এরকম ঘটনা আমার কাছে আশ্চর্য্য নয়। তবে মহতের ক্রিয়াকলাপ সহজে না বুঝায়। ভক্তানুকম্পায় করুণাসিন্ধু গুরু সব করেন! আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে। জীবন সঙ্কটাপন্ন হ'য়েছে, কত বিপদের মাঝে পড়েছি, কন্যাদায়ে বিশেষ চিন্তিত রাত কাটিয়েছি—সব দায় সব বিপদ থেকে দয়াল মুক্ত করে দিয়েছেন। কেবল শেষ দায় এখন বাকী! পূর্বে ব'লেছি আবার বলছি—

"অদ্যপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

সব ঋণ শোধা যায়, গুরু-ঋণ শোধা যায় না। শেষ উদ্ধার করবে তুমি, সেই ভরসায় ব'সে আছি। "ভরোসা একো হি তুহাঁরি।" যুগে যুগে তোমার সন্তান আমি, নানারূপ ধরে, নানা নামে। তুমি গুরু হ'য়ে এসেছিলে। "নানা স্বরূপৈ শরতীহ লোকে!" তুমি না চেনালে পরে, কে তোমারে চিন্‌তে পারে। তাই শুধু তোমায় প্রণাম করি বার বার স্মরণ করি—আর প্রার্থনা করি শ্রীমদ্ভাগবতের কথায়—

"বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্ণঃ চ
স্মৃত্যাং শিরস্তবনিবাস জগৎ প্রণামে
দৃষ্টি সতাং দর্শনেহস্তু ভবত্তনূনাম্।"

পুনরায় তোমার জয় ঘোষণা করি—

"জয়তি জয়তি শম্ভু মাধবানন্দ দেবো
জয়তি জয়তি হংসো ন্যাসিবং শাবতংস।
জয়তি জয়তি তাতো জন্মজন্মান্তরানাং
জয়তি জয়তি চিত্তক্লেশনাশো মুকুন্দ॥"

জয় গুরু! হরি! ওঁ তৎসৎ ওঁ।

ওঁ

তৎ-সৎ

শ্রীশ্রীবাবা মুক্তিনাথ ও শ্রীশ্রীমাধবানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ত্রয়োদশ বার্ষিক তিথি মহোৎসব উপলক্ষে

"ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি"

ওঁ

নমো বেদান্ত-নিষ্ঠায় জ্ঞানিনে ব্রহ্মবাদিনে।
মায়ামোহনিরাসায় প্রপন্ন-জন পালিনে ॥১
পরাৎপরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদাত্মকন্।
মনসা শিরসা বাচা সদ্‌গুরুং প্রণতোহস্ম্যহম্ ॥২
নিত্যাদ্বয়ানন্দময়ং ভক্তজন মনোহরম্।
"মাধবং" পরমঃ শান্তং তারকং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥৩
মাধুর্যমণ্ডিতং শুদ্ধং বিভূতি ভূষিতাননম্।
প্রেমবারিগলন্নিত্যং সুন্দরং নয়নদ্বয়ম্ ॥৪
বরাভয়করং দেবং ভীতানাং ভয়নাশনম্।
আপদামপহর্ত্তারং নমামি প্রিয়-মাধবম্ ॥৫
সত্যং শিবং শান্তিময়ং শরণ্যং
ভক্তি প্রিয়ং ন্যাসিকুলপ্রদীপম্।
অপারসম্বিৎসুখকেমরূপং
নমামি দেবং পুরুষ মহাত্মম্ ॥৬

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

বদ্রীনারায়নের বাস ষ্ট্যাণ্ডে বিরাট হিমালয় পাহাড়ের সম্মুখে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত বেদান্তের বিরাট পাহাড় —পাশে কমণ্ডুলু হাতে লেখক।

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

রাজাধিরাজং সরসীরুহাক্ষ—
মশেষবিদ্যাধিপতিং কবীন্দ্রম্ ।
আনন্দকন্দং চরণারবিন্দং
বন্দে যতীন্দ্রং নরদেববন্দ্যম্ ॥ ৭

বেদান্তমার্গে সদা চরন্তং
সত্যং প্রসঙ্গে তথা রমন্তং ।
বৈরাগ্য-বিদ্যা-প্রদীপ্তমূর্ত্তিং
পরং প্রশান্তং পুরুষং ভজামি ॥ ৮

ললাটিকাচন্দনলেপনায়
রুদ্রাক্ষ মালা পরিভূষণায় ।
গৈরেয়বর্ণাম্বরশোভনায়
নমো নমস্তে গুরু—মাধবায় ॥ ৯

জয়তু জয়তু শম্ভু র্মাধবানন্দ দেবো
জয়তু জয়তু হংসো ন্যাসিবংশাবতংসঃ ।
জয়তু জয়তু তাতো জন্মজন্মান্তরাণাং
জয়তু জয়তু চিত্তক্লেশনাশো মুকুন্দঃ ॥ ১০

প্রকাশক—শ্রীবিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায় । মহেশতলা
১২ই মাঘ, ১৩৬৭ সাল । হুগলী ।

ওঁ

ভক্তচিত্তস্থিতং দেবং চিদানন্দ স্বরূপকম্ ।
"মাধবং" পরমং বন্দে ভক্তদুর্গতিহারিণম্ ।।১

মাধবায় নমো নিত্যং জ্ঞানিনে তত্ত্বদর্শিনে ।
পতিতানাং পাবনায় মহাসন্ন্যাসিনে নমঃ ।।২

আকর্ণবিস্তরিতং প্রসন্নং
নেত্রদ্বয়ন্তে নয়নাভিরামম্ ।
প্রেমাশ্রুধারাপ্লুতচারুগন্তং
বন্দে যতীন্দ্রং ভবরোগবৈদ্যম্ ।।৩

জ্ঞানপ্রদাতা ভবসিন্ধুত্রাতা
ত্বমেব মাতা চ ভুবনস্য ধাত্রা ।
আর্ত্তস্য পাতা পিতা ত্বমেব
ধর্মস্য গোপ্তা নমো নমস্তে ।।৪

সংসারদাবানল দহ্যমানশ্চার্ত্তঃ
প্রশন্নঃ শরণং গতোহস্মি ।
শ্রীপাদপদ্মং হৃদয়ে প্রধেহি
প্রদাহশান্তিঃ স্বরূপং ব্রজামি ।।৫

জয় ! চিত্ততমোহর জ্ঞানবিভাকর পরম প্রভু অবতারী !!
ভক্তমনোহর "মাধব" শঙ্কর চিন্ময় সাগরচারী !!
বক্ষোবিলম্বিত অক্ষমালধৃত উজ্জ্বল গৈরিকধারী !!
যতিবর সুন্দর বরাভয়কর হর ভকত হৃদয় বিহারী !!

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

ভালে প্রসারিত চন্দন লেপিত চিতমনসন্তাপহারী !!
ভূতিবিভূষিত শ্রীমুখশোভিত শতদলগঞ্জনকারী !!
জয় হে ! জয় হে ! জয় হে ! জয় হে !
জয় জয় জয় জয় হে ! পরম পরভু অবতারী !!

ওঁ

(মেরে) শঙ্কর গুরু "মাধব" রূপ স্বরূপ-রস-ভোরা !
অতুলিত কিবা প্রেমমূরতি ভকত-চিত-চোরা !!
(কিবা) চন্দ্র-উজল মুখমণ্ডল, স্বরূপজ্যোতি করে ঝলমল !
করুণাসিন্ধু উচ্ছল ছল নয়নে গলত লোরা !!
(কিবা) মোহন মৌন মহিমানন্ত, বেদ-বেদান্ত মূরতিমন্ত !
ভকত-মানস মোহ-মুকত-দশ দিশি উজিয়ারা !!
(আহা) গুঞ্জরে যত ভকত ভোমর, মত্ত মধুপ নটন মধুর !
যবহুঁ পহুঁ করত সঙ্গ নিজ ভাবে মাতোয়ারা !!
(কিবা) জ্ঞান-গঙ্গা ভকতি যমুনা, নিরখি মুরত পুরল কামনা !
(এ) সন্তন দাস চরণে প্রণমি বাজাওয়ত জয়তোড়া !!

পরমারাধ্য গুরুদেব ১০৮ শ্রীশ্রী"মাধবানন্দ গিরিমহারাজের
(শ্রীশ্রীমৌনীবাবার) প্রিয় শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দের
আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ প্রচারিত।

ওঁ

জয় জয় শঙ্কর জয় মহাকাল !
জয় বৃষবাহন ভূতিবিভূষণ,
শিঙ্গা সুশোভন, শিরে জটাজাল !॥

কৈলাসবাসে বিবিধ বিলাসে,
মদন দহন বিধু-মণ্ডিত ভাল !
গৌরীঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গ-হেলন হেরি
নন্দী ভৃঙ্গী নাচে দিয়ে করতাল !! ২

চুড়ে জাহ্নবী উচ্ছল কলকল, নীলকণ্ঠ ত্রিপুরারি !
ঢল ঢল ত্রিলোচন, প্রেম আবেশ ঘন,
সুরনর নন্দন কারী !! ৩

কর্ণ যুগ্মে ধৃত ধুস্তুর সুন্দর, কুণ্ডলি-মণিযুত মাল !
অঙ্গে বাঘাম্বর, করে ডম্বুর হর,
রামকৃষ্ণ রসে নাচে মাতোয়াল !! ৪

অগণিত ভূত প্রমথ পরিবেষ্টিত,
তাতাথৈ তাতাথৈ নাচে মহাকাল !
লপটি ঝপটি যত, ফণিফণা গর্জত,
বব বম্ বব বম্ ঘন বাজে গাল !! ৫

(এ) "বিশ্বরূপ" কৃত সঙ্গীত "জয়জয়—
সুন্দর নন্দদুলাল' !
(তার) ছায়ানুসরণে হরিহর-রূপগুণ
রচিত ভকতজন শ্রবণ রসাল !! ৬

নিবেদক— বিনীত—
শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী ।
"মাধবানন্দ—আশ্রম" জগুদাস পাড়া, হুগলী ।

———০———

AJOY BRAHAMACHARI
HAZARIBAGH ASHRAM

মুদ্রণে—**রায় প্রিন্টার্স** * ২৩২সি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিঃ-৪